সংবাদ

তারিখ 12 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

সেমিনারে মহিলাবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

প্রত্যেক উপজেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়কে আইসিটি সুবিধা প্রদান করা হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন প্রাথমিকভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রত্যেক উপজেলার অন্তত একটি বালিকা বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও স্ক্যানার প্রদান করবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেমিনার এবং ভিডিও কনফারেন্সে তিনি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'কিশোরী, তরুণী, বালিকা মিলাও হাত, গড়ে তোল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ' এর সঙ্গে মিল রেখে প্রতিমন্ত্রী গতকাল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের চারটি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন। স্কুল কলেজগুলো হলো রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ, খুলনা, সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে দেশের বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত নারীরা তাদের সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতিমন্ত্রী ও বিশিষ্ট নারীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পেরে উচ্ছ্বসিত হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন।

কনফারেন্সিংয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মেট্রোপলিটনের অতিরিক্ত কমিশনার মিলি বিশ্বাস, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার তানিয়া সওগাত, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম, বাংলাদেশ মহিলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট সেলিমা আহমেদ, নওগাঁ জেলা প্রশাসক ড. মোস্তাফা নাজমানারা খানম, জাতীয় সংসদের হুইপ সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান মেহের আফরোজ চুমকি প্রমুখ। বিশিষ্ট এ নারীরা প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরেন।

মেহের আফরোজ চুমকি বলেন বাংলাদেশে অবশ্যই অবশ্যই নারীনীতি বাস্তবায়িত হবে। সুরাইয়া বেগম বলেন, নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারীদের পাশাপাশি যুগে যুগে পুরুষেরও সহযোগিতা ছিল। এ বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার তানিয়া সওগাত বলেন, কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিজের অপারগতা প্রকাশ করলে নারীরা দুর্বল হয়ে যাবে। তাই তা করা যাবে না। সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি বলেন, পৃথিবীর সব দেশেই নারীদের এগিয়ে আসা অনেক কঠিন, বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো অবস্থানে আছে। সেলিমা আহমেদ বলেন, নারীর উন্নয়নে নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বাড়াতে হবে।